প্রথম দুটি উপভাষা বিলুপ্তির পথে অন্তর্হিত হয়। যেটুকু নিদর্শন পাওয়া গেছে তাতে দেখা যায় গ্রীকের মত ওস্কান্ এবং উম্‌ব্রিয়ান্ ভাষাতেও মূল ই-ইউ. ভাষার কণ্ঠৌষ্ঠ্য ক-বর্গ প-বর্গে পরিণত হয়।

লাতিন ছিল লাতিউম প্রদেশের ভাষা; যার রাজধানী ছিল রোম। রোমের সমৃদ্ধির সাথে সাথে তথা রোমক সাম্রাজ্যের ব্যাপক বিস্তারের সংগে সংগে এই লাতিন ভাষা ইতালীর ভৌগোলিক সীমানার বাইরেও আপন মর্যাদা বিস্তার করতে সমর্থ হয়। শুধু তাই নয়, গ্রীক সংস্কৃতির অবক্ষয়ের পরে লাতিনই হ'য়ে দাঁড়ায় সমগ্র ইউরোপের প্রধান সাংস্কৃতিক এবং সাহিত্যিক ভাষা। লাতিন ভাষায় রচিত ধ্রুপদী (classical) সাহিত্য অত্যন্ত সমৃদ্ধ। ইউরোপের আধুনিক সাহিত্য সমূহের উপর লাতিন সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব স্পষ্টতঃ লক্ষ্য করা যায়। ইউরোপের আধুনিক ভাষার মধ্যে ইতালীয়, ফরাসী, স্পেনীয়, পর্তুগীজ, সুইজারল্যাণ্ডীয় ভাষা এবং বল্কান্-অঞ্চলের কিছু ভাষারও উৎস এই লাতিন ভাষা।

লাতিন ভাষার কয়েকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ :—

(১) মূল ভাষার যৌগিক ধ্বনি এখানে একস্বরে পরিণত হয়েছে।

(২) সঘোষ মহাপ্রাণ বর্ণ অঘোষে রূপান্তরিত। যথা সং. ভ্রাতা, লা. frāter, ফরাসী fre`re.

(৩) এই ভাষাতে ছয়টি কারকের অস্তিত্ব স্বীকৃত।

(৪) স্বর-সঞ্চারের (accent) গুরুত্ব খুব বেশী।

৩। গ্রীক: প্রাচীনকালে গ্রীক ভাষার প্রসার ছিল গ্রীস্, এশিয়া

মাইনরের উপকূল-অঞ্চল, সাইপ্রাস দ্বীপ এবং ঈজিয়ান্ দ্বীপপুঞ্জে। খ্রীঃ পূঃ ৮ম শতক থেকে এই ভাষার লেখ্য নিদর্শন পাওয়া যায়। মহাকবি হোমার বিরচিত ইলিয়দ্ ও ওদিসি এই মহাকাব্যদ্বয়ে প্রাচীন গ্রীকের সাহিত্যিক নিদর্শন মেলে। গ্রন্থ দুটির রচনাকাল সম্ভবতঃ খ্রীঃ পূঃ ৯ম শতক। ইউরোপের সাহিত্য জগতে গ্রীক সাহিত্য অত্যন্ত মার্জিত এবং সমৃদ্ধ। সম্প্রতি ক্রীট্ দ্বীপে কিছু প্রত্নলেখের সন্ধান পাওয়া গেছে। তার পাঠোদ্ধার যদি পণ্ডিত সমাজে স্বীকৃত হয় তবে গ্রীকের প্রাচীনতম নিদর্শন-এর প্রাপ্তিকাল সম্ভবতঃ খ্রীঃ পূঃ ১৪৫০-এর নিকটবর্তী বলে স্বীকৃত হবে। খ্রীষ্ট জন্মের কাছাকাছি গ্রীক উপভাষাগুলির সংমিশ্রণে 'কোইনে' নামে এক সাধু ছাঁদের কথ্য ভাষা সৃষ্ট হয়। এই ভাষা হ'তেই আধুনিক গ্রীক ভাষার উৎপত্তি হয়।

সম্ভবতঃ এই নিরিখেই গ্রীক-ভাষার চারটি স্তর স্বীকৃত হ'য়ে থাকে। (১) প্রাচীন গ্রীক (২) চিরায়ত (classical) গ্রীক (৩) অন্তর্বর্তীকালীন (transitional) গ্রীক এবং (৪) আধুনিক (modern) গ্রীক।

গ্রীকের উপভাষাগত বিভাগ অতি প্রাচীনকালেই লক্ষিত হ'য়েছিল। তিনটি উপভাষা প্রধানতঃ স্বীকৃত হ'য়েছে। (১) দোরিক (Doric), (২) আত্তিক-ইওনিক (attic-ionic) এবং (৩) এওলিক (Aeolic)।

গ্রীকভাষাতে মূল ই-ইউ. ভাষার স্বরধ্বনিগুলি প্রায় সম্পূর্ণ-ভাবে রক্ষিত হ'য়েছে। ব্যঞ্জনধ্বনিগুলিও অধিকাংশ রক্ষিত হ'য়েছে তবে বহুস্থানে তাদের সঘোষত্ব বা মহাপ্রাণত্ব নষ্ট হ'য়েছে।

(তুলনীয়—সং. ভার, গ্রী. phéro—ফেরো ; সং. বোধামি, গ্রী. peuthomai—পেউথোমাই)। মূলভাষার কণ্ঠৌষ্ঠ্য ক-বর্গ প্রায়শঃ প-বর্গে পরিণত হ'য়েছে। (তুলনীয়—সং. কঃ, গ্রী. পোথেন্ । মূল-ভাষার লিঙ্গ এবং ধাতুরূপাদর্শও মোটামুটি সংরক্ষিত হ'য়েছে। প্রাচীন গ্রীকভাষাতে স্বর-এর (accent) গুরুত্ব যথেষ্ট পরিমাণে লক্ষিত।

৪। জার্মানিক : ইন্দো ইউরোপীয় ভাষাতত্ত্বের প্রাচীনত্ব এবং বিশিষ্ট নিদর্শনমালার জন্য গথিকের অবদান অসামান্য। গথিক্ জার্মানিক ভাষার অন্যতম প্রধান উপভাষা।

জার্মানিক ভাষাতে মূলভাষার স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি উভয়ই কিছু পরিবর্তিত হ'য়েছে। মূল ভাষার স্পৃষ্ট বর্গের তৃতীয় ব্যঞ্জন প্রথম, চতুর্থ ব্যঞ্জন তৃতীয় এবং প্রথম ব্যঞ্জন দ্বিতীয় ব্যঞ্জনবর্ণে পরিণত হ'য়েছে। এর কিছু কিছু ব্যতিক্রমও আছে। (তুলনীয় সং. গৌ, জা. kuh, ইং. কাউ ; সং √ধে, ইং. ডু ইত্যাদি। বিষয়টি গ্রিম এবং ভেরনার-সূত্রের মধ্যে পড়ে।) জার্মানিক ভাষায় অভিশ্রুতি (umlaut) এবং অপশ্রুতি (ablaut) অপর বৈশিষ্ট্য। লিঙ্গ এবং বচন অত্যন্ত স্থির এবং আভিধানিক। ধাতুরূপ অপেক্ষাকৃত সরলীকৃত। এই ভাষায় পাঁচটি কারক দেখা যায়।

জার্মানিক ভাষা তিনটি উপশাখায় বিভক্ত ছিল। (১) পূর্ব জার্মানিক, (২) পশ্চিম জার্মানিক, (৩) উত্তর জার্মানিক। পূর্ব জার্মানিক ভাষার নিদর্শন গথিক। খ্রীঃ ৪র্থ শতকে খ্রীষ্টীয় ধর্মযাজক বুলফিলুস্ কর্তৃক এই ভাষায় বাইবেল্-অনুবাদ জার্মানিক ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন। এখন এই ভাষা অবলুপ্ত। ক্রিসীয়, বুর্গোণ্ডীয় এবং লোম্বার্ডীয় ভাষা সম্ভবতঃ গথিক-গুচ্ছেরই শাখা ছিল।

Scanned with OKEN Scanner